দৈনিক জনকণ্ঠ

৩/১১/২০০৩

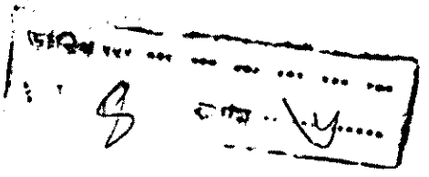

সরকারী হস্তক্ষেপে চবি সিন্ডিকেট সভার তারিখ পুনর্নির্ধারণ ॥ উপাচার্য বদলে চাপ বাড়ছেই

চবি সংবাদদাতা ॥ নির্ধারিত একটি এজেন্ডা প্রত্যাহারপূর্বক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ অক্টোবরে স্থগিত সিন্ডিকেট সভার তারিখ ৮ নবেম্বর পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারী হস্তক্ষেপে স্থগিত ঘোষিত ঐ সিন্ডিকেট থেকে ৪৪ নম্বর এজেন্ডাটি উপাচার্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এজেন্ডাটিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিতে বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্তির কথা রয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

এদিকে দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সরকারী হস্তক্ষেপ এবং এই প্রেক্ষাপটে, প্রশাসনের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মহলগুলো হতবাক হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় কেউ টু-শব্দ পর্যন্ত করছেন না। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন এখন থমথমে। এই অবস্থায় সর্বত্র প্রবল গুঞ্জন চলছে যে, ৮ নবেম্বর পুনর্নির্ধারিত সিন্ডিকেটে বর্তমান উপাচার্য বসার সময় পাবেন কিনা তা নিয়েই সংশয় রয়েছে। এর আগেই বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা উপাচার্য পরিবর্তনের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে চাপ দিচ্ছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উপাচার্য প্রফেসর ফজলী হোসেন ইতোমধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে চবি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন বলে জানা গেছে। সূত্রটি আরও জানায় যে, বিগত সরকার নির্ধারিত কয়েকটি দায়িত্ব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান উপাচার্য সরকারের কাছে সময় প্রার্থনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে সিনেট নির্বাচন সম্পন্ন করে উপাচার্য প্যানেল গঠন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক সিনিয়র শিক্ষক সাবেক সিন্ডিকেট ও শিক্ষক নেতা জানান যে, চবি উপাচার্যের কার্যক্রম সন্তোষজনক না হলে সরকার তাঁকে সরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একজন উপাচার্যের এবং আরও পরিষ্কার ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথারীতি কার্যক্রমে সরকারী হস্তক্ষেপ অনাকাঙ্ক্ষিত।